Modern Transformation of China (1839–1949)

:: তাইপিং বিদ্রোহের কারণ ::

দূরপ্রাচ্যের দেশ হিসেবে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে চীনে সংগঠিত তাইপিং বিদ্রোহ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাইপিং বিদ্রোহের পশ্চাতে একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়।

কারণগুলি হল নিম্নরূপ :

: আফিম ব্যবসা :

আফিমের অবৈধ ব্যবসা ও আফিমের আমদানির ফলে চীনের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ছিল । আফিম আমদানির জন্য প্রচুর রুপো বিদেশে চলে যাওয়ায় চীনের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল । 1848 খ্রিস্টাব্দে চীনে আফিম আমদানির ফলে 10 মিলিয়ন রুপোর মুদ্রা বিদেশে চলে গিয়েছিল।তামা ও রুপোর বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়েছিল যা তাইপিং বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

: চীনের অর্থনীতি বিপর্যস্ত :

ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে তামার বহুল ব্যবহার থাকার ফলে চীনের জনগণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছিল তামার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল । হুঙ সিউ চুয়ান তাইপিং বিদ্রোহের প্রাক্কালে আফিমের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর নষ্ট করার জন্য মাঞ্চু সরকারকে নিন্দা করেছিল।

: কর ভার বৃদ্ধি :

চীন থেকে রুপো বিদেশে চলে যাওয়ায় রুপো ও তামার বিনিময় মূল্যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল । 1850 খ্রিস্টাব্দে প্রতি রুপোর টিলের বা মুদ্রার বিনিময় মূল্য হয়েছিল 2200 থেকে 2300 তাম্র মুদ্রা । কৃষক ও কারিগররা তাদের মজুরি পেতেন তামার মুদ্রার মাধ্যমে । কিন্তু রুপোর মুদ্রা বিনিময়ে মূল্য অনুযায়ী তাদের কর দিতে হতো । ফলে করের হার অপরিবর্তিত থাকলেও কর দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

: কৃষক ও কারিগরদের দুর্দশা :

সরকারি কর্মচারী দাও কর আদায়ের সময় পণ্যের মাধ্যমে ও অর্থের মাধ্যমে দেওয়া বিকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারচুপি করত । ফলে দরিদ্র কৃষক ও কারিগরদের করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । তাদের দুর্দশায় বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল।

: সামরিক ব্যবস্থা :

আফিমের যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের ফলে চীনের সেনাবাহিনীর অযোগ্যতা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল । চীনের সেনাবাহিনীতে অযোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যায় বেশি ছিল। সৈন্য বাহিনীর মধ্যে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। এইট ব্যানারস , গ্রীন স্ট্যান্ডার্ড সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা তো ছিলই না বরং তারা অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মাঞ্চু সরকারের সামরিক ব্যবস্থাতেও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল । উচ্চপদস্থ মাঞ্চুদের সামরিক নেতা উলান তাই মন্তব্য করেছিলেন প্রথম আফিমের যুদ্ধ অপমানজনকভাবে পরাজিত হবার পর মাঞ্চু সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়েছিল । সৈন্যরা নেতাদের নির্দেশ অমান্য করত। সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল । সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা মাঞ্চু শাসন বিরোধী ব্যাক্তিদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহস যুগিয়েছিল।

: দুর্নীতিগ্রস্থ মাঞ্চু শাসন :

মাঞ্চু শাসক দের দুর্নীতি ও অক্ষমতা চীনের জনগণের কাছে মাঞ্চু শাসন এর ভাবমূর্তি ম্লান করেছিল। মাঞ্চু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল । অর্থের বিনিময়ে সরকারি পদ বিক্রি করে দেওয়া হতো । চীনের সরকারি কর্মচারীরা শাসনকার্যের প্রতি চরম অবহেলা করে সাহিত্য ও দর্শন চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিপর্যয় মাঞ্চু শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রকাশ করেছিল । তাই দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু শাসন তাইপিং বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল।

: কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের বিদ্রোহে যোগদান :

প্রথম আফিমের যুদ্ধের পরবর্তীকালে নানকিং চুক্তি অনুযায়ী চীনের পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল । চীনে বিদেশী পণ্য বিশেষ করে সুতি বস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে দেশীয় হস্তশিল্পের বিনাশ ঘটে। বিদেশিদের কাছে বন্দর গুলি উন্মুক্ত হবার পর ইয়াংসি অঞ্চল থেকে পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্য সাংহাই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হতে আরম্ভ করে। বিদেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্যান্টন বন্দর এর একচেটিয়া অধিকার লিপ্ত হবার ফলে হাজার হাজার নৌকার মাঝি ও কুলিরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক জ্যা শ্যানো বলেন যে এই কর্মহীন মাঝি ও কুলিদের মধ্যে থেকে তাইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব পূর্ণ কর্মীরা এসেছিল। ইয়াং সিউ চিঙ এবং শিয়াও চাও কুই ইয়াংসি অঞ্চলে কুলির কাজ করতেন। এরা তাইপিং বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন।

: প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

প্রাকৃতিক দুর্যোগ চীনের অর্থনৈতিক দুর্দশা কে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। খরা ও বন্যার ফলে 1840 এর থেকে 1855 খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিল । 1847 খ্রিস্টাব্দে হুনান অঞ্চলে খরা , 1849 খ্রিস্টাব্দে ইয়াংসি উপত্যকা এবং 1850 খ্রিস্টাব্দে হুনানে দুর্ভিক্ষে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল । 1852 খ্রিস্টাব্দে ইয়েলো নদীর গতিপথ দক্ষিণ থেকে উত্তরে সানটুঙ এর দিকে পরিবর্তনের ফলে জলপ্লাবন হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কোনরকম সরকারি সাহায্য করা হয়নি। অন্যদিকে সরকারি তহবিলের অর্থ সরকারি

কর্মচারীদের মধ্যে বন্টিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগও পরোক্ষভাবে বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল।

: ধর্মীয় কারণ :

চিনে তাইপিং বিপ্লবের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের সংসার বৈরাগ্য তাওবাদ ধর্মের কুসংস্কার কনফুসিয়াস মতাবলম্বীদের প্রাচীন বিদ্যা সর্বাংশে জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। মাঞ্চু রাজবংশ ছিল রক্ষণশীল কনফুসীয় ধর্মের সমর্থক। মাঞ্চু শাসন এর সমর্থক হাওয়াই কনফুসিয়রাও চীনা জনগণের আস্থা হারিয়ে ছিল। সেই মুহূর্তেই চিনে হঙ সিউ চুয়ান এক নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতি কে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য তার উপর অত্যাচার শুরু হলে তিনি স্বর্গীয় রাজা রূপে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। টাইপিং অর্থাৎ পরিপূর্ণ শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনই তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

: দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু বিরোধী সংগ্রাম:

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু শাসনের ভিত্তি দুর্বল ছিল। দক্ষিণ চিনে খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যাবলী তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল । তাছাড়া ওই অঞ্চলে দারিদ্র এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দক্ষিণ চীন ছিল বিদ্রোহ প্রবণ অঞ্চল। এইভাবে দক্ষিণ চিনে মাঞ্চু বিরোধী সংগ্রামের পথ তৈরি হয়েছিল। ঐতিহাসিক জ্যা শ্যানো মন্তব্য করেছেন যে দক্ষিণ চীন ছিল তাইপিং বিদ্রোহের জন্মকালীন দোলনা।

সুতরাং দক্ষিণ চীনের কোয়াঙসি প্রদেশের জিন-তিয়েন গ্রামে 1851 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাইপিং বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ করার পশ্চাতে উপরিউক্ত কারণগুলি যে অত্যন্ত ভাবে দায়ী ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।